বাজে আম্পায়ারিং নিয়ে বিরক্ত প্রীতি জিনতা

প্রতি বছর একই কাণ্ড। প্রতি বছর সেই একই অভিযোগ। আর প্রতি বছরই হাজারো অভিযোগ সত্ত্বেও বিসিসিআইয়ের ব্যবস্থা না নেওয়ায় এবার বিরক্ত পাঞ্জাব ফ্র্যাঞ্চাইজিল মালিক প্রীতি জিনতা। এমনিতে তাকে রেগে যেতে হয়তো খুব কম মানুষই দেখেছেন। মিষ্টি হাসি নিয়েই গ্যালারিতে থাকেন প্রীতি। দল হারুক বা জিতুক, কখনওই স্পিরিট নষ্ট করেন না বলিউডের নায়িকা।

তবে এবার তিনি এতটাই বিরক্ত যে নিজের ইমেজ ভেঙে বেরিয়ে এলেন। দিল্লির বিরুদ্ধে তার দল আইপিএলের দ্বিতীয় ম্যাচে হেরেছে। দলের সমর্থক ও প্রীতি নিজেও মানতে নারাজ যে পাঞ্জাব এদিন দিল্লির কাছেই হেরেছে। বরং তারা মনে করছেন, কে এল রাহুলের দলকে হারিয়ে দিয়েছে ভুল আম্পায়ারিং।

দিল্লির বিরুদ্ধে শেষ দশ বলে জেতার জন্য ২১ রান প্রয়োজন ছিল প্রীতির দলের। কাগিসো রাবাডার ওভারের দ্বিতীয় বলে মায়াঙ্ক বাউন্ডারি মারেন। তৃতীয় ডেলিভারি ইয়র্কার করেন রাবাডা। মায়াঙ্ক কোনওরকমে মিড অন এর দিকে শট খেলেন। ফিল্ডার কাছে ছিল না। তাই দুইরান নেওয়ার সুযোগ ছিল। মায়াঙ্ক ও জর্ডন দুইরান পূর্ণ করেন। কিন্তু স্কোয়ার লেগে দাঁড়ানো আম্পায়ার নিতীন মোহন জানান, জর্ডনের ব্যাট ক্রিজ ছোঁয়নি।

ফলে তিনি এক রান বাতিল করে দেন। এরপর টিভি রিপ্লেতে দেখা যায়, জর্ডনের ব্যাট ভাল মতা ক্রিজ ছুঁয়েছে। তারপরই আম্পায়ারিং নিয়ে প্রশ্ন উঠে যায়। যদিও এবারই প্রথম নয়। এর আগেও আইপিএলের জঘন্য আম্পায়ারিং নিয়ে বহুবার প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু লাভ হয়নি। বিসিসিআই এই ব্যাপারে নিরুত্তাপ থেকেছে।

প্রীতি এরপর টুইটারে লেখেন, এই করোনা পরিস্থিতি এতটা রাস্তা পেরিয়ে দুবাই যাই। তারপর ছয়দিন কোয়ারেন্টাইনে থেকে, পাঁচবার করোনা পরীক্ষা করিয়েও হাসিমুখে ছিলাম। কিন্তু এই শর্ট রান আমাকে প্রচণ্ড আঘাত করেছে। প্রযুক্তির ব্যবহার যদি ঠিক করে না হয় তা হলে সেটা রেখে দেওয়ার মানেটা কী! বিসিসিআইয়ের এবার ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। প্রতি বছর একই কাণ্ড চলতে পারে না।

ক্রীড়াঙ্গনে আলোচিত সেই ‘ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর’ আজ

আজ ২১ সেপ্টেম্বর। বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে এই দিনটি বিশেষ এক কারণে স্মরণীয় হয়ে আছে। অনেকে আবার দিনটিকে দেশের ক্রীড়াঙ্গনে কালো রাত্রি বলে চিহ্নিত করেছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে কী এমন ঘটেছিল যে, দিনটিকে কালো রাত্রি বা ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর বলা যেতে পারে?

১৯৮২ সালের ২১ সেপ্টেম্বর তৎকালীন ঢাকা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত মোহামেডান-আবাহনীর ফুটবল ম্যাচকে কেন্দ্র করে সেই বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটেছিল। সেবার সন্ধ্যায় সুপার লিগে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই দল মুখোমুখি হয়। পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে থেকে সেবার মোহামেডান আগেই শিরোপা নিশ্চিত করে ফেলেছিল। কিন্তু মর্যাদার লড়াই বলে দুই দলের সমর্থকদের কাছে ম্যাচের গুরুত্ব ছিল অনেক।

এখন ফুটবলে দর্শক সমাগম না হলেও তখন দুই দলের খেলা মানেই দুপুরের আগেই গ্যালারি ভরে যাওয়া। সেই ম্যাচে কোহিনূরের গোলে প্রথমার্ধে মোহামেডান এগিয়ে যায়। দ্বিতীয়ার্ধে শুরু থেকে পুরো ম্যাচ আবাহনীর নিয়ন্ত্রণে থাকলেও সমতা ফেরাতে পারছিল না। খেলা শেষ হতে যখন ১০ মিনিট বাকি ছিল তখনই হট্টগোলের সূত্রপাত ঘটে। আবাহনীর খোরশেদ বাবুল ডি-বক্সে বাইরে থেকে দুর্দান্ত এক শর্ট নেন মোহামেডানের পোস্টে। গোলরক্ষক মহসিন দৃঢ়তার সঙ্গে সে শর্ট রুখে দেন।

কিন্তু আবাহনীর দাবি ছিল, বল ধরলেও মহসিন টাচলাইন ক্রশ করেছেন। অর্থাৎ গোল। সালাউদ্দিন, চুন্নু, হেলালরা তাৎক্ষণিক ছুটে যান লাইসম্যান মহিউদ্দিনের কাছে। রেফারি মুনির হোসেনও তার কাছে জানতে চান মহসিন টাচলাইন ক্রশ করেছিল কিনা। মহিউদ্দিন যখন না করে দেন তখনই দুই দলের সমর্থকদের মাঝে ভয়ঙ্কর হট্টগোল বেধে যায়। আবাহনীও গোলের দাবিতে বাকি সময়ে খেলতে আপত্তি করলে ম্যাচটি পণ্ড

হয়ে যায়। এরপর গণ্ডগোল স্টেডিয়ামের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে।

ফুটবলে এ ধরনের ঘটনা অনেক ঘটেছে। বিশেষ করে দুই প্রধান দলের ম্যাচে হট্টগোল হওয়াটা তখন ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। অথচ সে দিনের ঘটনার জন্য আবাহনীকে দায়ী করে তাদের ফুটবলারদের সারা রাত রমনায় অস্থায়ী আর্মি ক্যাম্পে রাখা হয়। ওই সময় দেশে ছিল সামরিক শাসন। তাই আবাহনীর পক্ষে কেউ কথা বলতে সাহস পাননি।

২২ সেপ্টেম্বর সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হলেও অধিনায়ক আনোয়ার, কাজী সালাউদ্দিন, আশরাফ উদ্দিন আহমেদ চুন্নু ও গোলাম রব্বানী হেলাল এ চার তারকা ফুটবলারের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহী মামলা করা হয়। সে দিনই সামরিক আদালতে রায় দিয়ে তাদের জেলে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। দুপুরের দিকে ট্রেনযোগে হেলাল, আনোয়ারকে রাজশাহী এবং সালাউদ্দিন ও চুন্নুকে যশোর কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ তো বটেই, খেলার মাঠে হট্টগোলের জন্য ফুটবলারদের জেলে পাঠানোর ঘটনা পৃথিবীতেও তেমন নজির নেই। তাই সামরিক শাসন থাকলেও চার ফুটবলারকে জেলে নেওয়ার পরই সারা দেশে নিন্দার ঝড় বইতে থাকে।

শেখ হাসিনা, বেগম খালেদা জিয়াও এ ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বিনাশর্তে চার ফুটবলারের মুক্তির দাবি জানান। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে এ ভয়ে চার ফুটবলারকে বেশি দিন আর জেলে রাখতে পারেনি। দুই সপ্তাহ পরই তাদের মুক্তি দেওয়া হয়। এ ঘটনা চার ফুটবলারের মনে যেমন দাগ কেটেছে, তেমনি এখনও তা মেনে নিতে পারছেন না ক্রীড়ামোদীরা।

অনেকের কাছে তাই ২১ সেপ্টেম্বর দিনটি ফুটবলে কালো রাত্রি বা ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর বলেই চিহ্নিত হয়ে আছে। কেউ কেউ আবার দিনটিকে বিভীষিকার রাত বলে স্মরণ করেন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

করোনা: এবার কাতারে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ স্থগিত!

করোনার প্রকোপে বিশ্বজুড়ে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ ছিল সব ধরনের খেলাধুলা। তবে নিয়ম মেনে মাঠে ফুটবল ফিরলেও বেশিরভাগ জায়গাতেই তা দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে খেলা হচ্ছে।

প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের কারণে বিশ্বকাপের বাছাই পর্ব, কোপা আমেরিকা, ইউরো কাপসহ আন্তর্জাতিক ফুটবলের একাধিক ম্যাচ এবং টুর্নামেন্ট পিছিয়ে গিয়েছে। এবার করোনাভাইরাসের কারণে স্থগিত হতে পারে ২০২০ সালের ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ।

২০০০ সাল থেকে সাতটি দল নিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ। চলতি বছরে ডিসেম্বরে কাতারে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল এবারের ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ। কিন্তু করোনাভাইরাসের প্রকোপে ডিসেম্বরে টুর্নামেন্ট করার ব্যাপারে আশঙ্কায় ফিফা। জুরিখে ফিফা কংগ্রেসে এমন সিদ্ধান্তের কথা জানান ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো।

আগামী বছর সুবিধাজনক সময়ে টুর্নামেন্ট আয়োজনের পরিকল্পনায় ফিফা।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

মেহেরপুরের কাঁঠাল পোতায় নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

মেহেরপুর সদর উপজেলার কাঁঠালপোতা ফুটবল একাডেমীর উদ্যোগে কাঁঠাল পোতা নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে। রবিবার রাতে আনুষ্ঠানিকভাবে কাঁঠাল পোতা নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও পিরোজপুর ইউনিয়নের

চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য মোঃ রফিকুল ইসলাম, পিরোজপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুস সালাম, ইউপি সদস্য ওহিদুল ইসলাম ডাবলু, আবুল কালাম মন্ডল, জুবায়ের আরিফিন, আব্দুল আজিজ বিশ্বাস আব্দুল্লাহ আল মামুন তূর্য।

পরে অতিথিবৃন্দ উভয় দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন এনামুল ইসলাম। উদ্বোধনী দিনে যতারপুর যুব সংঘ চাঁদপুর স্পোর্টিং ক্লাব একে অপরের সাথে মোকাবেলা করে।

মুম্বাইকে হারিয়ে আইপিএল শুরু চেন্নাইয়ের

হার্দিক পান্ডিয়া চেয়েছিলেন বাউন্ডারি পার করতে। চেষ্টা করেছিলেন হার্দিক। কিন্তু জাদেজার বলে বাউন্ডারি লাইনে ক্যাচ ধরলেন ফাফ ডু প্লেসি। একবার নয়, বাউন্ডারি লাইনে ক্যাচ ধরলেন দু’বার। আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচে এটাই একমাত্র চিত্র নয়। লুঙ্গি এনগিডির বলে ধোনি যে ক্যাচটা ধরলেন, তাতে আওয়াজ উঠবে ভক্তকুলের কাছে, অবসর ভেঙে ফিরে এসো ধোনি। কিন্তু তিনি বরাবর চেয়েছেন, পর্দার আড়ালে থাকতে, সাফল্যের সময় সতীর্থদের বরাবর এগিয়ে দিয়েছেন। ওটাই প্রকৃত নেতার কাজ। নিজে বরাবর একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলেছেন।

করোনা আবহে আইপিএল। একমাত্র ভারতের লোকসভা ভোট ছাড়া আজ পর্যন্ত কোনওদিন বিদেশে যায়নি এই ক্রোড়পতি লিগ। কিন্তু এবারই সব যেন পাল্টে দিল ওই মারণ ভাইরাস। সংযুক্ত আরব আমিরাতে এবার আইপিএল। জৈব সুরক্ষা বলয় থেকে আরও কত যে নিয়ম। আইপিএলের শুরুর আগে চেন্নাই শিবিরে চলে এল বড় দুঃসংবাদ। ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে আইপিএল থেকে সরে গেলেন রায়না। একই পথ অনুসরণ করলেন হরভজন।

এত কিছুর পরেও সিএসকে কে দমিয়ে রাখা গেল না। ধোনি টস জিতে

ফিল্ডিং নিয়েছিলেন উদ্বোধনী ম্যাচে। তার সিদ্ধান্তকে সঠিক প্রমাণ করতে বল হাতে উঠেপড়ে লাগলেন দীপক চাহার, লুঙ্গি এনডিগি, রবীন্দ্র জাদেজারা। চাহার ও জাদেজা নিলেন দু’টি করে উইকেট। তিনটি উইকেট গেল এনগিডির দখলে। রোহিত রান পাননি। ডি’কক (৩৩) ভাল শুরু করেও বড় রান করতে ব্যর্থ। মুম্বাই ইনিংসে সর্বোচ্চ ৪২ করলেন সৌরভ তিওয়ারি। বাকিরা ব্যর্থ। যার ফলে ২০ ওভারে গতবারের চ্যাম্পিয়নদের সংগ্রহ ছিল ১৬২/৯।

জবাবে চেন্নাইয়ের শুরু ভাল হয়নি। শেন ওয়াটসন, মুরলি বিজয় ব্যর্থ। মাত্র ৬ রানের ভিতরে ২ উইকেট পড়ে গেলেও কেঁপে যায়নি তিনবারের চ্যাম্পিয়নরা। প্রোটিয়া ফাফ ডু’প্লেসিসের সঙ্গে জুটিতে ১১৫ রান যোগ করে গেলেন ২০১৯ বিশ্বকাপে টিম ইন্ডিয়া থেকে বাদ পড়া রায়ডু। যিনি করলেন ৪৮ বলে ৭১ রান। ৬ টি চারের সঙ্গে মারলেন ৩ টি ছয়। তার চেয়েও বড় কথা, বারবার সম্ভবত বোঝাতে চাইলেন, বিশ্বকাপ দল থেক আমায় বাদ দিয়ে ঠিক হয়নি।

ম্যাচটা হালকা উত্তেজনার পর্যায়ে গিয়েছিল। কিন্তু মাথা ঠান্ডা রেখে ম্যাচ নিয়ে গেল চেন্নাই। এই আইপিএল শুরুর আগে অনেক কথা হচ্ছিল। এখানকার উইকেট স্পিনারদের সাহায্য করবে। কিন্তু আদতে দেখা গেল মাথা ঠান্ডা রাখতে পারবে যে, ম্যাচও বের করে নেবে সে। রায়ডুর বাকি রাখা কাজটা করে গেলেন ডু’প্লেসি। করলেন অর্ধশতররান। সংযুক্ত আরব আমিরাতে মু্ম্বাইয়ের রেকর্ড যে ভাল নয়, তা আরও একবার প্রমাণ হয়ে গেল।

সামাজিক দূরত্ব মেনে ফুটবল খেলতে গিয়ে ৩৭ গোলে পরাজয়!

করোনার উদ্বেগ কাটিয়ে ক্রিকেটের অনেক আগেই ফুটবল শুরু হয়েছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। যদিও করোনা পরবর্তী সময়ে সেই ফুটবলের ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। মাঠে দর্শক প্রবেশের অনুমতি যেমন নেই তেমনি রিজার্ভ ফুটবলাররা বসে থাকবেন গ্যালারিতে- এইরকম বেশ কিছু নিয়ম রয়েছে। কিন্তু যেহেতু ফুটবল বডি

কনট্যাক্ট গেম তাই সেখানে সামাজিক দূরত্বের বিধি মানা সম্ভব নয়।

কিন্তু ফুটবলে যদি সেই সামাজিক দূরত্বের বিধি মানতেই হয় তাহলে কেমন হবে? সামাজিক দূরত্বের বিধি মেনে ফুটবল খেলতে গিয়ে জার্মানির একটি ক্লাব এক বা দুই নয়, গুনে গুনে ৩৭ গোল হজম করল। করোনাভাইরাসের আবহে লকডাউনের পর জার্মানিতেই প্রথম পেশাদার ফুটবল শুরু হয়েছিল। সেই জার্মানিতেই এবার করোনার সামাজিক দূরত্বের বিধি মানতে গিয়ে নজির গড়ল এগারো নম্বর ডিভিশনের দল রিপডর্ফ। সামাজিক দূরত্ব বিধি মেনে ফুটবল খেলেছে তারা। আর সেই সুযোগটা কাজে লাগিয়েছে প্রতিপক্ষ এসভি হোল্ডেনস্টেড।

৩৭ গোল দিয়েছে তারা রিপডর্ফকে। আসলে সামাজিক দূরত্বের বিধি মানতে গিয়ে মাঠজুড়ে অনেকটাই ফাঁকা জায়গা তৈরি হয়েছিল। আর তাই কার্যত ফাঁকা মাঠে গোল দেওয়ার মতো কাজটা অনেকটাই সহজ হয়ে গেছে হোল্ডেনস্টেডেরও। আবার রিপডর্ফ দলের এক ফুটবলার বলেছেন, করোনা আবহে আমরা কোনও ঝুঁকি নেইনি। সেই সুযোগটাই কাজে লাগিয়েছে প্রতিপক্ষ।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আর্জেন্টিনা দল ঘোষণা

লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর ২০২২ বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব আগামী মাসে (অক্টোবর) শুরু হতে যাচ্ছে।

এই বাছাইপর্ব গত মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। তবে করোনা মহামারীতে তা স্থগিত হয়ে যায়।

অবশেষে নির্ধারিত সময় পেরিয়ে দীর্ঘ ৭ মাস পর অক্টোবরের ৮ তারিখ থেকে মাঠে গড়াচ্ছে বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব।

এদিন ইকুয়েডর ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপে জায়গায় পাওয়ার লড়াই শুরু করবে আর্জেন্টিনা। ১৩ অক্টোবর প্রতিপক্ষ বলিভিয়া।

বিশ্বকাপের মূল পর্বের টিকিটের লড়াইয়ে ইতিমধ্যে ৩০ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে আর্জেন্টিনা।

নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্তি পেয়ে দলে ফিরেছেন লিওনেল মেসি।

তবে অ্যাংহেল ডি মারিয়া ও সার্জিও অ্যাগুয়েরোকে বাদ দিয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ৩০ সদস্যের দল ঘোষণা করেছেন কোচ লিওনেল স্কালোনি।

ইনজুরির কারণে অ্যাগুয়েরো ছিটকে পড়লেও উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে পিএসজির হয়ে দুর্দান্ত খেলা ডি মারিয়াকে কেন স্কোয়াডে রাখা হয়নি তাতে বিস্মিত অনেকেই।

দলে ফিরেছেন আলেহান্দ্রো গোমেজ। ডাক পেয়েছেন আর্সেনাল থেকে অ্যাস্টন ভিলায় যোগ দেয়া গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনজ।

দলে রয়েছেন পাওলো দিবালা, আলেহান্দ্রো গেমেজ, ভিওভানি সিমেওনে, ক্রিস্টিয়ান পাভোন, জিওভানি লো সেলসো, নিকোলাস ওটামেন্ডির।

এক নজরে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আর্জেন্টিনার ৩০ সদস্যের স্কোয়াড:

গোলরক্ষক: এমিলিয়ানো মার্টিনেজ (অ্যাস্টন ভিলা), হুয়ান মুসো (উদিনেস), আগুস্তিন মার্চেসিন (পোর্তো)

ডিফেন্ডার: হুয়ান ফয়েথ (টটেনহ্যাম হটস্পার), রেনসো সারাভিয়া (ইন্টারনাসিওনাল), জার্মান পেজ্জেলা (ফিওরেন্টিনা), লিওনার্দো বালের্দি (মার্শেই), নিকোলাস ওটামেন্ডি (ম্যানচেস্টার সিটি), নেহুয়েন পেরেজ (অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ), ওয়াল্টার কান্নেমান (গ্রেমিও), নিকোলাস তালিয়াফিকো (আয়াক্স), মার্কোস আকুনা (সেভিয়া), ফাকুন্দো মেদিনা (লেস)

মিডফিল্ডার: লেয়ান্দ্রো পারেদেস (পিএসজি), গিদো রদ্রিগেস (বেতিস), রদ্রিগো দে পল (উদিনেস), এজেকুয়েল পালাসিও (বায়ার লেভারকুজেন), জিওভানি লো সেলসো (টটেনহ্যাম হটস্পার), নিকোলাস ডোমিঙ্গেজ (বোলোনা), আলেক্সিস মাক আয়িস্তের (ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিওন), আলেজান্দ্রো গেমেস (আটলান্টা)

ফরোয়ার্ড: লিওনেল মেসি (বার্সেলোনা), পাওলো দিবালা (জুভেন্টাস), লুকাস ওকামপোস (সেভিয়া), নিকোলাস গনসালেস (স্টুটগার্ট), হোয়াকিন কোররেয়া (লাৎজিও), লুকাস আলারিও

(লেভারকুজেন), লাউতারো মার্টিনেস (ইন্টার মিলান), ভিওভানি সিমেওনে (কাইয়ারি) ও ক্রিশ্চিয়ান পাভোন (লা গ্যালাক্সি)।

বলিভিয়া ও পেরুর বিপক্ষে ব্রাজিলের ২৩ সদস্যের দল ঘোষণা

নেইমার-কৌতিনহোকে দলে রেখে বলিভিয়া ও পেরুর বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচের জন্য ২৩ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ব্রাজিল। দলে ফিরেছেন গোলরক্ষক আলিসন।

কোচ তিতের দলে জায়গা করে নিয়েছেন রিয়ালের শিরোপা জয়ের মিশনে আলো ছড়ানো ফরোয়ার্ড রদ্রিগো। আছেন কাসেমিরো, গাব্রিয়েল জেসুস, রবের্তো ফিরমিনো, রিশার্লিসনরা। আগামী ৮ অক্টোবর ঘরের মাঠে বলিভিয়াকে আতিথ্য দেবে ব্রাজিল। এর পাঁচ দিন পর পেরুর আতিথ্য নেবে ব্রাজিল।

গত মার্চে হওয়ার কথা থাকলেও করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে দুই দফা স্থগিত হয় সূচি। অবশেষে গত বৃহস্পতিবার ফিফার পক্ষ থেকে জানানো হয়, পরিবর্তীত পরিকল্পনা অনুযায়ী অক্টোবরে মাঠে গড়াবে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব। এর পরদিনই দল ঘোষণা করল ব্রাজিল।
বিডি প্রতিদিন

আর্জেন্টিনা নাকি বার্সেলোনা,

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

পারেননি আগুয়েরো, তাই তার দলে জায়গা না পাওয়া স্বাভাবিক।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

মেহেরপুর কামদেরপুরে নাইট ফুটবল টুর্নামেন্ট ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সদর উপজেলা কামদেবপুর ছাত্র উন্নয়ন সংঘের বর্ষর্পূর্তি উপলক্ষে নাইট ফুটবল টুর্নামেন্ট ফাইনালায় শক্তি সংঘ শিশু ক্লাব ০৩-০ গোলে শিশু কিশোর ক্লাব একাদশকে পরাজিত করে।

শুক্রবার রাত ১০টার দিকে কামদেবপুর স্কুল মাঠে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক ও মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে বুড়িপোতা ইউনিয়ন যুবলীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা যুবলীগের যুগ্ম-আহ্বায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান, সদস্য মাহাবুব হাসান ডালিম, জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ রানা প্রমূখ।

এসময় উপস্তিত ছিলেন জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি মোহাম্মদ খান, উপশিক্ষা ও পাঠচক্র বিষয়ক সম্পাদক হৃদয় খান, জেলা ছাত্রলীগের সদস্য সাব্বির, রাজু, ঈমান, আনোয়ার, আলমগীর কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাবেক শিক্ষা ও পাঠচক্র বিষয়ক সম্পাদক রানা, সাবেক উপ প্রচারসম্পাদক ইয়াসির আরাফাত ফাহিম, খেলা কমিটির মান্নান আলী, ভুলা, রাশেদ, রফিকুল ইসলাম, রনি, জাহিদ হাসান, মুজাহিদসহ সকল সদস্যরা।

এই নাইট ফুটবল ফাইনাল টুর্নামেন্টে সেরা গোলদাতা মুন্না। ৬টি দল নিয়ে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়।